প্রেস কমিশন
(Press Commission)

প্রেস কমিশন হল প্রেস বা গণমাধ্যম বিশেষজ্ঞদের নিয়ে সরকারের গঠিত কমিটি। প্রেস সংক্রান্ত বিষয়ে উন্নতি করা ও প্রেসের কল্যাণের জন্য সরকার কি কি করতে পারে সেগুলি সুপারিশ করবার জন্য ঐ কমিটিকে সরকার দায়িত্ব দিয়ে থাকে।

স্বাধীনতার পর উপরোক্ত উদ্দেশ্যে ১৯৫২ সালে ভারত সরকার প্রথম প্রেস কমিশন গঠন করে। তার সভাপতি ছিলেন অবসর প্রাপ্ত বিচারপতি জি.এস. রাজাধ্যক্ষ। কমিশনের দশজন সদস্যদের মধ্যে আরো ছিলেন ডঃ জাকির হোসেন, আচার্য নরেন্দ্র দেব, চলপতি রাও, জে. নটরাজন ইত্যাদি।

প্রথম প্রেস কমিশন ১৯৫৪ সালে সরকারকে তার সুপারিশগুলি জানিয়ে তার কাজ সম্পন্ন করে। সুপারিশ গুলির মধ্যে প্রধান প্রধান গুলি—

১) ভারতের সমস্ত সংবাদ পত্র-পত্রিকাগুলির সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ ও প্রকাশ করার ব্যবস্থা সরকারের তরফে করতে হবে।

২) কর্মরত সাংবাদিকদের ন্যায্য বেতন, ভাতা ইত্যাদি দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

৩) প্রেসের স্বাধীনতা রক্ষা করা, উন্নতি করা এবং কল্যাণের জন্য একটি প্রেস কাউন্সিল তৈরি করতে হবে।

৪) ভারতীয় প্রেসের মালিকানার কেন্দ্রাভিগতা রোধ করার ব্যবস্থা করতে হবে, ইত্যাদি। এরই ফলে রেজিস্ট্রার অফ নিউজ পেপার্স ফর ইন্ডিয়ার অফিস সৃষ্টি, কর্মরত-সাংবাদিকদের বেতন, ভাতা ইত্যাদির আইন তৈরি এবং পরে প্রেস কাউন্সিল গঠন করা হয়।

ভারতে দ্বিতীয়বার প্রেস কমিশন গঠিত হয় ১৯৭৮ সালে। ১৯৭৫ সালে ইন্দিরা গান্ধী পরিচালিত কংগ্রেস দলের সরকার দেশে জরুরী অবস্থা জারি করার ফলে সারা দেশে প্রেস স্বাধীনতার উপরে যে প্রচন্ড আক্রমণ এসেছিল তার পটভূমিতে সরকারের কি কি করণীয় সেই সুপারিশ করতে জনতা দল পারিচালিত সরকার সুপ্রীম কোর্টের অবসর প্রাপ্ত বিচারপতি পি কে গোস্বামীর সভাপতিত্বে দ্বিতীয় প্রেস কমিশন গঠন করে। তার সুপারিশ পাবার আগে কংগ্রেস সরকার আবার ক্ষমতায় ফিরে এসে ঐ কমিশনকে পুনর্গঠিত করে বিচারপতি কে.কে. ম্যাথিউকে এর সভাপতি করে। পুনর্গঠিত কমিশন ১৯৮২ সালে সরকারকে তার সুপারিশগুলি পেশ করে, ঐগুলির মধ্যে প্রধান প্রধান হল—

১। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সংবাদ মাধ্যমকে সামাজিক ভাবে সচেতন ও উদ্যমী হতে হবে, তাকে গঠন মূলক ভাবে সমালোচকের ভূমিকা নিতে হবে। প্রেস হবে জনগণের কাছে দায়বদ্ধ।

২। জাতীয় স্বার্থে নিতান্ত প্রয়োজন না হলে প্রেসের উপর প্রাক্-সেন্সার ব্যবস্থা চাপিয়ে দেওয়া চলবে না।

৩। সংবাদপত্রের সম্পাদকের স্বাধীন মতামত প্রকাশের ব্যবস্থার উন্নতি করা দরকার।

৪। ছোট ও মাঝারি সংবাদপত্র গুলির জন্য সংবাদপত্র উন্নয়ন কমিশন গঠন করা উচিত।

৫। ১৯২৩ সালের সরকারি গোপনতা আইনের সংশোধন করা দরকার।

৬। সংবাদপত্র মালিকদের অন্য ব্যবসায়িক স্বার্থ থাকা উচিত নয়, ইত্যাদি।

Scanned with Cam

প্রেস কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া
(Press Council of India)

ভারতের প্রেস পরিষদ বা প্রেস কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া হল ভারতে প্রেসের স্বাধীনতা রক্ষা করার উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক গঠিত একটি স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা। এর অবস্থান দিল্লিতে।

দেখা গেছে যে প্রেসকে নিয়ন্ত্রণ করার কাজে সরকারি নিয়ন্ত্রণ-কানুনগুলি প্রায়ই সঠিক ভূমিকা নিতে পারে না। অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে রচিত আইনেও প্রায়ই প্রেসের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করার মত উপাদান থাকে। তাই প্রেসকে সরকারের তৈরি আইন দিয়ে নিয়ন্ত্রণ না করে তাকে স্ব-নিয়ন্ত্রণের অধিকার দেওয়াই প্রেসকে নিয়ন্ত্রণ করার সব থেকে ভাল উপায়।

পৃথিবীর প্রায় চল্লিশটি দেশে প্রেস কাউন্সিল আছে। ১৯১৬ সালে পৃথিবীর প্রথম প্রেস কাউন্সিল গঠিত হয় সুইডেনে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেস কাউন্সিল আইন বিশেষজ্ঞদের পরামর্শে প্রেসের নীতি-নির্দেশিকা গঠন করেছে। ব্রিটেনে সাংবাদিক ও শিক্ষক সম্প্রদায়ের মানুষরা কাউন্সিলের সদস্য। সেগুলি হল সে-সরকারি সংস্থা। ভারতের প্রেস কাউন্সিল হল কেন্দ্রীয় সরকারের তৈরি একটি আইনের বলে গঠিত একটি আধা-বিচার বিভাগীয় সংস্থা। এর প্রধান হলেন সুপ্রীম কোর্টের একজন অবসর প্রাপ্ত বিচারপতি। তাঁকে নিয়ে মোট ঊনত্রিশ জন সদস্যের পরিষদ এর পরিচালনা করেন। সদস্যদের মধ্যে কুড়ি জন হলেন বিভিন্ন সংবাদপত্র বা সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধি। এঁরা সবাই কর্মরত সাংবাদিক, সম্পাদক বা মালিকপক্ষের নানা সংগঠনের দ্বারা মনোনীত প্রতিনিধি। তাঁরা তিন বছর কাউন্সিলের সদস্য থাকেন। তিন বছর পরে সংগঠনগুলি আবার নতুন সদস্য মনোনীত করে পাঠায়, নতুন পরিষদ গঠিত হয়।

ভারতের প্রথম প্রেস কমিশন ১৯৫৪ সালে প্রেস কাউন্সিল গঠন করার জন্য সরকার সুপারিশ করেছিল। কিন্তু সরকার কাউন্সিল গঠন করতে অহেতুক দেরি করে শেষ পর্যন্ত ১৯৬৫ সালে কাউন্সিল গঠন করে। ১৯৭৫ সালে জরুরী অবস্থার সময় কংগ্রেস সরকার নিজেই সেই কাউন্সিল বাতিল করে দেয়। জনতা দল পরিচালিত সরকার ১৯৭৮ সালে সংসদে প্রেস কাউন্সিল আইন পাশ করে আবার নতুন করে কাউন্সিল গঠন করে। তখন থেকে প্রতি তিন বছর অন্তর প্রেস কাউন্সিল পুনর্গঠিত হচ্ছে এবং প্রেসের স্বাধীনতা রক্ষার ও মান উন্নয়নের কাজ করে যাচ্ছে।

এই কাজের মধ্যে আছে বিভিন্ন সংবাদপত্র পত্রিকার বিরুদ্ধে আসা অভিযোগের মীমাংসা করার জন্য বিবদমান পত্র-পত্রিকা গুলিকে বা সরকারি অফিসকে সমন জারি করে দুই পক্ষের বক্তব্য শুনে, তার বিচার করে দোষীদের সেন্সার, সতর্ক বা ভর্ৎসনা করা। তার ফলাফল নিয়মিত ছেপে কাউন্সিল নিজেদের পুস্তিকায় প্রকাশ করে থাকে। তবে কারুর জরিমানা করা বা জেল দেওয়ার মত শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষমতা কাউন্সিলের নেই।

প্রেস কাউন্সিলেরর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কাজ হল সাংবাদিকদের আদর্শ আচরণ বিধি রচনা করে তা লিখিতভাবে তা ভা রতের প্রেস মহলে সম্প্রচার করা।

Scanned with Cam